তথ্য পত্র

বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ও নীতি

ডিজিটাল যুগের নীতির জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন তা বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় ই-কৌশল, সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, বিশ্ব শাসন ও বাণিজ্য সহজীকরণ, গোপনীয়তা রক্ষা, তথ্য স্বাধীনতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার এবং সকল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সীমা-পরিসীমা এখনো নির্ণিত হয়নি।

ডিজিটাল যুগের একটি সুদূরপ্রসারী কাঠামো গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন প্রথম কতিপয় মৌলিক নীতির প্রশ্নে মতৈক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক অমূল্য প্লাটফরম হিসেবে কাজ করবে, যা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি বিষয়ক আলোচনার পরিধি রচনা করবে:

- অনুকুল নীতি ও নিয়ন্ত্রনমূলক পরিবেশের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জাতীয় ই-কৌশল গড়ে তোলা এবং ই-সরকার গড়ে তোলা এবং ই-সরকার ও ই-শাসনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়া;
- তথ্য সমাজের বিশ্ব শাসনের একটি ব্যাপক, সামুদয়িক ও বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা তৈরী করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্ব কাঠামো ও ব্যবস্থার মধ্যে যেসব ব্যবধান বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছে, সেগুলো দূর করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সর্বজনীন ও সামর্থ্যানুকুল প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- বিশেষ করে স্থানীয় বেসরকারি খাতের ক্ষমতায়নসহ নবাবিস্কার ও সৃজনশীলতার জন্য উৎসাহ-ব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামো যাতে পর্যাপ্ত ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে তা নিশ্চিত করা;
- তথ্য ও যোগাযোগের অবাধ প্রবাহ রক্ষা করার পাশাপাশি আইসিটি নেটওর্য়াকে গোপনীয়তা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপনীয়তা রক্ষা ও নেটওর্য়াকের নিরাপত্তার একটি কাঠামো গড়ে তোলা;
- প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুস্থ আলোচনা নিশ্চিত করার উন্মুক্ত ও তথ্যমূলক মাধ্যম এগিয়ে নেয়া;
- বিষয়বস্তু ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমর্থন করা এবং জ্ঞান বিনিময়ের পথ সুগম করা;
- প্রকাশের স্বাধীনতার নীতিকে তথ্য সমাজের ভিত্তি হিসেবে ধরে স্থানীয় বিষয়বস্তু সৃজন ও বিতরণ এবং তার প্রয়োগের নতুন নতুন মডেলকে সমর্থন করা;
- পল্লী অঞ্চল, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের প্রবেশের সুযোগ ও সংযোগ গড়ে তোলার বাস্তব ও অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- সাক্ষরতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবপুঁজি এবং নবাবিস্কারমূলক অংশীদারিত্ব ও সমাধানের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

আইসিটি বিপব যাতে কোনো দেশকে পাশ কাটিয়ে না যায়, বা এই বিপব থেকে কেউ বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে একটা ব্যাপক মতৈক্যে উপনীত হওয়ার জন্য এই শীর্ষ সম্মেলন একটা সুযোগ সৃষ্টি করবে। দেশসমুহের জন্য আইসিটি খাতে বিনিয়োগ করা বা না করার বিষয়টি এখন কোনো প্রশ্ন নয়, বরং যে বিরাট চ্যালেঞ্জ তা সৃষ্টি করেছে, তাতে কিভাবে সাড়া দিতে হবে এবং তা থেকে সর্বাধিক সুযোগ নিতে হবে এখন সেটাই হলো প্রশ্ন।